হরিণাকুণ্ডুর বিভিন্ন গ্রামে হামলা ভাংচুর ও বাড়িঘরে অগ্নি সংযোগ

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দেলনের মুখে শেখ হাসিনার পতনের পর ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুর বিভিন্ন গ্রামে রাজনৈতিক প্রভাবকে কাজে লাগিয়ে ব্যক্তিগত শত্রুতার জেরধরে প্রশাসনিক সংকটকালীন সময়ে বিভিন্ন গ্রামে আওয়ামী লীগ নেতা কর্মীদের উপরে হামলা বাড়িঘরে লুটপাট ও অগ্নি সংযোগের ঘটনা ঘটেছে।

গত ৫ আগস্ট থেকে প্রতিদিন এই ঘটনা অব্যাহত আছে। ভোক্তভোগীদের তথ্যমতে গত ৯ আগস্ট কুলবাড়িয়া বাজারের ব্যবসায়ী কামাল হোসেন
(৬০) কে লোহার রড দিয়ে পিটিয়ে আহত করলো একই গ্রামের বিএনপির কর্মী রফিকুল ইসলাম রফি। কামাল হোসেন গত শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে নিজ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে ফেরার পথে কুলবাড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে পৌছালে আকস্মিক ভাবে তাকে রড দিয়ে পিটিয়ে আহত করে। কামাল হোসেন স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতা বলে জানা গেছে। আহত অবস্থায় তার স্বজনরা তাকে উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে নিয়ে ভর্তিকরে। আহত কামাল কুলবাড়িয়া গ্রামের মৃত শুকুর আলী মন্ডলের ছেলে।

আহত কামাল হোসেন জানান, কুলবাড়িয়া গ্রামের মৃত জের আলী মন্ডলের ছেলে ও সাবেক বিএনপি নেতা মৃত মসলেম মন্ডলের ছোট ভাই রফি মন্ডল আমাকে কুলবাড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে থেকে সাইকেল চালানো অবস্থায় মাজায় লোহার রড দিয়ে বাড়ি মেরে ফেলে দেয়।এরপর বাম হাতে ও শরীরের বিভিন্ন স্থানে এলাপাথারি মারতে থাকে এসময় আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। পরে স্থানীয় লোকজন আমার পরিবারকে খবর দিলে আমার ছেলে আমাকে উদ্ধার করে নিয়ে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করে। আমি বর্তমানে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছি।

এদিকে হরিণাকুণ্ডু উপজেলার তাহেরহুদা ইউনিয়নের ভবানীপুর গ্রামের মৃত নজীর বীরের ছেলে বীর বছিরের বাড়ীতে পুরাতন বিরোধের জের ধরে জামায়াত কর্মী এনায়েতুল্লার নেতৃত্বে একদল জামায়াত কর্মী হামলা চালায়। স্থানীয়রা জানান বীর বছিরের সাথে এনায়েতুল্লার পূর্বশত্রুতা ছিল। এর জের ধরে এনায়েতুল্লা বছিরের কাছে পাওনা

টাকা দাবি করে তখন বীর বছির রাগান্বিত হয়ে তার উপরে তেড়ে আসে এবং মারধর করার চেষ্টা করে এসময় এনায়েতুল্লাহ তার কর্মী সমর্থক নিয়ে বছিরের বাড়িতে হামলা চালাই এবং বাড়িঘরে ব্যাপক ভাংচুর ও লুটপাট করে তবে বছিরকে হাতে না পাওয়ায় তার প্রাণে রক্ষা হয়। বছির আওয়ামী লীগের কর্মী বলে জানা যায়। এব্যাপারে উভয় পক্ষ থানায় মামলা দায়েরের চেষ্টা করেও থানায় কর্মবিরতি থাকার কারনে তা পারেননি।

এছাড়া বিভিন্ন ইউনিয়নে জামায়াত বিএনপি’র উৎশৃঙ্খ কিছু কর্মী- সমর্থকদের হামলার ভয়ে আওয়ামী লীগের নেতা কর্মী ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা গা ঢাকা দিয়েছে।

এছাড়া গত ৫ আগস্ট উপজেলার গুড়পাড়া ভাতুড়িয়া গ্রামে দুইটি বাড়িতে ভাংচুর ও অগ্নি সংযোগ করেছে স্থানীয় জামায়াত ও বিএনপির কর্মীরা। দুর্বৃত্তরা ভাংচুর ও অগ্নি সংযোগ করেছে এ্যাড. সালমা ইয়াসমিনের গ্রামের বাড়ি ও স্থানীয় আওয়ামী লীগের কর্মী রবিউল ইসলামের বাড়িতে। এব্যাপারে তারা ভয়ে মুখ খুলতে পারছেনা। এ্যাড, সালমা জানান আমার কারও সাথে কোন শত্রুতা নেয় আমার দোষ আমি একজন আওয়ামী লীগের কর্মী। সন্ত্রাসীরা আমার গ্রামের বাড়িঘরে ভাংচুর লুটপাট করেছে এবং আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। সেখানে ভাই ও বৃদ্ধা মা থাকেন। এছাড়া চাদপুর ইউনিয়নের বেড় বিনি, শেখপাড়া বিন্নিসহ বিভিন্ন গ্রামে আওয়ামী লীগের কর্মী সমর্থকদের বাড়িঘরে হামলার ঘটনা ঘটছে।

এ ব্যাপারে জামায়াত বিএনপির পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে আমরা শান্তিতে বিশ্বাসী সমাজে শান্তি বজায় রাখতে চাই। কেউ ব্যক্তিগত ভাবে অপরাধ করলে আমরা তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছি। তারা জানান, যদি পুরাতন কোন দেনা পাওনা থাকে সেটা আইনের মাধ্যমে সমাধান করার চেষ্টা করেন। কেউ আইন হাতে তুলে নেবেননা। কারও গায়ে হাত দেবেন না এর দায় ভার দল নিবে না, দল থেকে তাকে বহিস্কার করা হবে বলে জানান।

কালীগঞ্জে ট্রাফিকের দায়িত্বে

থাকা শিক্ষার্থীদের দুপুরের খাবার দিল ফারিয়া

ফার্মাসিটিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ এ্যাসেসিয়েশন (ফারিয়া) ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে শাখার উদোগে শহরের মেইন বাসটার্মিনাল ট্রাফিক মোড়ে শিক্সার্থীদের মধ্যে দুপুরের খাবারের বিতরণ করেন। শিক্ষার্থী গত কয়েকদিন ধরে শহরের উপর দিয়ে চলাচলকারী যানবাহন নিয়ন্ত্রনে ট্রাফিকের কাজ করছে। ট্রাফিকের দ্বায়িত্ব পালন করা শিক্ষার্থীদের পাশে এসে দাড়িয়েছে স্থানীয় ব্যবসায়ী ও সামাজিক সংগঠন ও ব্যক্তি।

আজ শনিবার শহরের ট্রাফিকের দ্বায়িত্ব পালন করে ২৮ জন শিক্ষার্থী। এসব শিক্ষার্থীদের মধ্যে খাবার বিতরণ করেন ফারিয়া। উপস্থিত ছিলেন সংগটনের সভাপতি আশিকুর রহমান সোহাগ, সম্পাদক হুমায়ুন কবির ও সাংগঠনিক সম্পাদক বিকুজ্জামানসহ নেতৃবৃন্দ।

একই সময় শিক্ষার্থীদের মধ্যে পানিয় ও কমল পানি বিতরণ করেন আরটিভির জেলা প্রতিনিধি ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী শিপলু জামান।

ঝিনাইদহে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনকারীদের সংবাদ সম্মেলন

সারা দেশের চলমান পরিস্থিতি নিয়ে ঝিনাইদহে সংবাদ সম্মেলন করেছে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনকারীরা। আজ শনিবার সকালে শহরের ফ্যামিলি জোন রেস্টুরেন্টে এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

সংবাদ সম্মেলনে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক এলমা খাতুন লিখিত বক্তব্যে বলেন, স্বৈরশাসকের পতনের পর জেলার বিভিন্নস্থানে হানাহানি, দখল, বাড়িঘর ভাংচুরসহ নানা নৈরাজ্য সংগঠিত হচ্ছে। এমন ক্ষয়ক্ষতিতে ছাত্রসমাজ দারুন ব্যথিত। বিশেষ কোন রাজনৈতিক দলের সুবিধার জন্য এ আন্দোলন গড়ে ওঠেনি। জেলায়

নৈরাজ্য ঠেকাতে ছাত্ররা ঐক্যবদ্ধ। সকল অনৈতিক কর্মকান্ড ছাত্ররা পর্যবেক্ষণ করছে। অভিযুক্ত ব্যক্তিদের জনগনের নিকট জবাবদিহি ও ন্যায়বিচারের মুখোমুখি করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

এছাড়াও চলমান সংকটে জনমানুষের নিরাপত্তায় অনতিবিলম্বে পুলিশের দায়িত্বে ফেরার আহবান জানাচ্ছি। তিনি বলেন এ দেশের শিক্ষার্থীরা সত্যিকারে মানবিক, জবাবদীহী ও আদর্শ রাষ্ট্র গঠনের স্বপ্ন নিয়ে এ আন্দোলনের সফল হয়েছে। সারা দেশের ন্যায় ঝিনাইদহের রাজপথে থেকে তৎকালীন স্বৈরাশাসকের রক্ত চক্ষু উপেক্ষা করে আন্দোলন চলামান রেখেছিল। আপনারা বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে ক্যামেরার পিছন থেকে, আবার কেউ কলম দিয়ে স্বৈরাচার বিরোধী সংগ্রামকে সফলতা আনতে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা রেখেছেন। তাদেরকে রাজনৈতিক সংগঠনের আজ্ঞাবহ না থেকে গণমানুষ ও বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের পাশে থাকার আহবান জানান।

সেসময় বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনকারীদের সমন্বয়ক এলমা খাতুন, আবু হুরাইরা, রায়হান হোসেন রিহান, শারমিন সুলতানা, রত্না খাতুন, সাজেদুর রহমান, নুসরাত জাহান সাথী, আনিছুর রহমান, আব্দুল্লাহ আল মামুনসহ অন্যান্য শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

কোটচাঁদপুর শহরে যানজট নিয়ন্ত্রণে কাজ করেছে বিএনসিসির শিক্ষার্থীরা

কোটচাঁদপুর শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে মোড়ে ট্রাফিক পুলিশের দ্বায়িত্ব পালন করছেন সরকারি কে এম এইচ কলেজের বিএনসিসির শিক্ষার্থীর।

গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে শহরের মেইন বাসস্ট্যান্ড পাইকারী কাঁচা বাজার,মেইন বাসস্ট্যান্ড, হাসপাতাল মোড় সহ বেশ কয়েকটি এলাকায় সড়কে যানজট নিয়ন্ত্রন করতে দেখা যায় তাদের। এতে করে সাধারণ মানুষের মাঝে প্রাণ চাঞ্চল্য ফিরে আসেতে দেখা গেছে। কাঁচা বাজার

মামা ভাগ্নে ওয়াকসপের মালিক তরিকুল ইসলাম বলেন, সকাল থেকে দেখছি বিএনসিসির ড্রেস পরে ছেলে ও মেয়ে শিক্ষার্থীরা সড়কে যানজট নিয়ন্ত্রণে কাজ করেছে। হাট বারে এখানে প্রচুর পরিমানে যানজট সৃষ্টি হয়। যাতে সাধারণ মানুষের প্রচুর পরিমানে ভোগান্তি পোহাতে হয়। আজ আর সেই ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে না। আমি খুশি হয়ে তাদের সকালের নাস্তা কিনে দিয়েছি।

সরকারি কে এম এইচ কলেজের অনার্স দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী বিএনসিসির ক্যাডেট মনোয়ার হোসেন বলেন, বিএনসিসির সদর দপ্তরের আদেশে কে এম এইচ কলেজে ১৫-২০ জন ছাত্র, ছাত্রী আমরা শহরের বিভিন্ন জায়গায় যানজট নিয়ন্ত্রণ ও সাধারণ মানুষের ভুগান্তী কুমাতে দায়িত্ব পালন করছি। এতে সাধারণ পথচারীরা আমাদের প্রতি সাধুবাদ জানাচ্ছে। পাশাপাশি সবাই সহায়তা করছে। এ কর্মসূচী চলমান থাকবে বলে জানান তিন ।

কোটচাঁদপুর উপজেলা প্রশাসনে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে মতবিনিময় সভা

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর উপজেলা প্রশাসনের সাথে সার্বিক আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে রাজনৈতিক দলের নেতা কর্মী, বৈষম্য বিরোধী সার্বিক আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে রাজনৈতিক দলের নেতা কর্মী, বৈষম্য বিরোধী ছাত্র, সাংবাদিক, ব্যবসায়ী সহ বিভিন্ন শ্রেনী পেশার মানুষের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার বিকালে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার উছেন মে।

মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখেন উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি জান্নাতুল মাওয়া, উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা জিল্লুর রহমান,কৃষিকর্মকর্তা রাজিবুল হাসান, কোটচাঁদপুর উপজেলা বিএনপির

সভাপতি আব্দুর রাজ্জাক, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামের আমির আজিজুর রহমান, উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক লিয়াকত আলী, উপজেলা জামায়াতে ইসলামের সেক্রেটারি শরিফুল ইসলাম, কোটচাঁদপুর পৌর সভার সাবেক মেয়র ও পৌর বিএনপির সভাপতি এস কে এম সালাউদ্দিন বুলবুল সিডল, জেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ফারুক হোসেন খোকন, সাবেক উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান একরামুল হক, পৌর আমির মাওলানা নাজির আহমেদ, পৌর সেক্রেটারি আবদুল কাইয়ুম, কুশনা ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান টিটো খান, উপজেলা বিএনপির দপ্তর সম্পাদক শহিদুল ইসলাম ভুইয়া, পৌর বিএনপির সহ সাধারণ সম্পাদক রুস্তম কবির, সাংবাদিক আব্দুল্লাহ বাশার, মইন উদ্দিন খান, এস এম রায়হান উদ্দিন, বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতা ঢাকা কমার্স কলেজের ইংরেজি বিভাগের ছাত্র নাছিম আল মামুন, ঝিনাইদহ কেসি কলেজের ছাত্র আল শাহরিয়ার ওভিক, তানভীর আহমেদ রিজভী, সিফাত খান ফাহিম, রফিকুল ইসলাম,নাছিম আল মামুন আলী হোসেন, হৃদয় আহাম্মেদ প্রমুখ।

সে সময় উপজেলার বর্তমান সময়ের সার্বিক পরিবেশ পরিস্থিতি নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন অতিথিরা। এ সময় শিক্ষক, ব্যাবসায়ী, ছাত্র সহ উপজেলা প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মরত কর্মকর্তা কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন।

কোটচাঁদপুরে বিএনপির কারামুক্ত নেতা ও সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সাথে মতবিনিময়

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে বিএনপির সদ্য কারামুক্ত নেতাদের ফুলেল শুভেচছা ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল বুধবার বিকালে উপজেলা ও পৌর বিএনপি’র আয়োজনে শহরের পায়রা চত্বরে চলমান আন্দোলনে মিথ্যা নাশকতা মামলায় সদ্য কারামুক্ত নেতা-কর্মীদের এই ফুলেল শুভেচছা দেওয়া হয়। পরে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

পৌর বিএনপির সভাপতি ও সাবেক মেয়র সালাহউদ্দিন বুলবুল সিডলের সভাপতিত্বে এতে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিতি ছিলেন, উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক।

সমাবেশে বক্তব্য রাখেন, উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক লিয়াকত হোসেন, জেলা বিএনপি-র যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক ফারুক হোসেন খোকন, সাবেক উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান একরামুল হক, উপজেলা কৃষক দলের আহ্বায়ক রফিকুল ইসলাম প্রমূখ।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আবুল কাশেম, সাংগঠনিক সম্পাদক মির্জা টিপু, উপজেলা বিএনপির তথ্য ও গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক মেঃ মঈন উদ্দীন, পৌর বিএনপির তথ্য ও গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক এসএম রায়হান উদ্দীন, উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক আশরাফুজ্জামান খান মুকুল, সদস্য সচিব মাহফুজ আলম মামুন, পৌর যুবদলের আহ্বায়ক ফয়েজ আহমেদ তুফান, সদস্য সচিব সেলিম রেজা মধু, যুগ্ন আহ্বায়ক আব্দুল্লাহ বাশার, সাবেক পৌর বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক রুস্তম কবির, পৌর বিএনপির যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক কামাল হোসেন, পৌর কৃষক দলের আহ্বায়ক ফিরোজ উদ্দীন মানিক, উপজেলা ছত্রদলের সদস্য সচিব হুমায়ন কবির হিরা, পৌর ছাত্রদলের আহ্বায়ক নিশুসহ উপজেলা ও পৌর বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা কর্মী।

সমাবেশ শেষে এলাকার সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় সনাতন ধর্মাবলম্বী ও সাধারণ ব্যবসায়ী নেতাদের সাথে মতবিনিময় করেন।

ঝিনাইদহে সদর থানা আ’লীগের সাধারণ সম্পাদককে পুড়িয়ে হত্যা

ঝিনাইদহ সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও ৯নং পোড়াহাটী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম হিরন ও তার গাড়ীচালক আক্তার হোসেনকে কুপিয়ে ও পুড়িয়ে হত্যা করা হয়। হত্যার পর হিরন

চেয়ারম্যানের লাশ শহরের কেন্দ্রস্থল পায়রা চত্বরে টাঙ্গিয়ে রাখা হয়। সেখানে দর্শকরা তার লাশে জুতা সেন্ডেল মারতে থাকে।

গতকাল সোমবার (৬ আগস্ট) সন্ধ্যা থেকে গভীর রাত পর্যন্ত এ ঘটনা ঘটায়। পরে তার লাশ মর্গে পাঠিয়ে দেয়া হয় বলে জানা গেছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, বেলা ১২ টার দিকে আন্দোলনকারীরা শহরের স্টেডিয়াম পাড়ায় অবস্থিত শহিদুল ইসলাম হিরনের বাড়িতে ভাংচুর করতে যায়। সেসময় হিরন আন্দোলনকারীদের লক্ষ্য করে লাইসেন্সকৃত বন্দুক দিয়ে কয়েক রাউন্ডগুলি করে। এতে বেশ কয়েকজন হতাহত হয়। পরে আন্দোলনকারীরা তার বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয় ও তার ব্যক্তিগত গাড়ী চালক আক্তারকে কুপিয়ে যখম করে। আক্তারকে সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করে। বাড়ির ৩য় তলায় অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে হিরন। সন্ধ্যায় আগুনে পুড়ে মারা গেলে আন্দোলনকারীরা তার ঘরের দরজা ভেঙ্গে তার লাশ বের করে শহরের কেন্দ্রস্থল পায়রা চত্বরে এনে টাঙ্গিয়ে রাখে। এসময় তার লাশের উপর আন্দোলনকারীরা জুতা সেন্ডেল দিয়ে মারতে থাকে। পের সেখান থেকে গভীর রাতে লাশ ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়।

অপরদিকে কালীগঞ্জ উপজেলা সাবেক ছাত্রলীগ নেতা জুয়েলের বাড়িতে আগুন দিতে গিয়ে পুড়ে মারা গেছে ২ আন্দোলনকারী। সোমবার বিকেলে কালীগঞ্জ উপজেলার ঢাকালে পাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। স্থানীয়রা জানায়, শেখ হাসিনা’র দেশ ত্যাগের ঘটনার পর কিছু বিক্ষুব্ধ জনতা বিকালে কালীগঞ্জ উপজেলা শহরের ঢাকালে পাড়া এলাকার জুয়েল নামের এক ব্যক্তির বাড়িতে আগুন দেয়। এর মধ্যে রাব্বি ও মুজাহিদ নামে দুই আন্দোলনকারী ওই বাড়ির দ্বিতীয় তলায় আগুন ধরাতে গেলে তারা আর নিচে নামতে পারেনি। ফলে সেখানেই পুড়ে তাদের মৃত্যু হয়। মৃত রাব্বির বাড়ি ওই উপজেলার ফয়লা ও মুজাহিদের বাড়ি খয়েরতলা এলাকায় বলে জানা গেছে।

কোটচাঁদপুরে মুক্তিযোদ্ধা ও

যুবলীগ কার্যালয়ে আগুন দিয়েছেন আন্দোলনকারীরা

কোটচাঁদপুরে মুক্তিযোদ্ধা ও যুবলীগ কার্যালয়ে আগুন দিয়েছেন আন্দোলনকারীরা। ভাংচুর চালিয়েছেন আওয়ামীলীগ কার্যালয়েও। রবিবার বিকেলে গণমিছিলের পর এ ঘটনা ঘটান আন্দোলনকারীরা।

সংশ্লিষ্ট সুত্রে জানা যায়, রবিবার বিকেল ৩ টার সময় পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী কোটচাঁদপুরে গনমিছিলের হওয়ার কথা ছিল। এরমধ্যে বেলা ১২ টার দিকে উপজেলা প্রশাসন পৌরসভা এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি মাইকিং করেন। এ খবর শোনার সঙ্গে সঙ্গে মুহুর্তের মধ্যে বন্ধ হয়ে যায় শহরের সব দোকান পাট। অফিসগুলো ও দেখা যায় তালা বদ্ধ।

এরপর আন্দোলনকারীরা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে গণমিছিল করেন। পরে কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সামনে দিয়ে বাজার ঘুরে আবার মেইন বাসস্ট্যান্ডে গিয়ে শেষ হয়।

তবে এর আগে আন্দোলনকারীরা কোটচাঁদপুর বাজারের পৌর শহরের মুক্তি যোদ্ধা ও যুবলীগ কার্যালয়ে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেন। পরে ভাংচুর চালান কোটচাঁদপুর মেইনবাসস্ট্যান্ডে সড়কের আওয়ামীলীগ অফিসে।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শাহাজান আলী । তিনি বলেন,যাদের ভাংচুর করার তারাই করেছেন। তবে এ বিষয়ে আমার কোন মন্তব্য নাই। ভাল হয় অন্য নেতাদের কাছ থেকে তথ্যটি জেনে নেয়া। তারা বিষয়টি ভাল বলতে পারবেন।

কোটচাঁদপুর থানার পুলিশ পরিদর্শক (ওসি) সৈয়দ আল- মামুন বলেন, আমরা জানার পর ঘটনাস্থলে গিয়ে ছিলাম। তবে এখনও পর্যন্ত ওই ঘটনায় কেউ কোন অভিযোগ বা মামলা করেনি।

ঝিনাইদহে গণবিক্ষোভের নামে ছাত্র-জনতার তান্ডব, ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া আহত ২৫

ঝিনাইদহে গণবিক্ষোভের নামে ছাত্র-জনতার তান্ডব, ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া পুলিশের রাবার বুলেট সাউন্ড গ্রেনেড ও টিয়ারশেল নিক্ষেপ। বঙ্গবন্ধুর ম্যুরালসহ বিভিন্ন স্থপনা ভাংচুর অগ্নিসংযোগ করেছে আনোদলনকারীরা। একজন সাংবাদিকসহ আহত ২৫।

আজ রবিবার সকাল ১০টা থেকে বিকাল প্রায় ২টা পর্যন্ত চলে এই তান্ডব ও গণ মিছিল। আন্দোলনকারীরা পুলিশের প্রতি ইটপাটকেল নিক্ষেপ, থানায় প্রবেশের চেষ্টা করলে পুলিশ রাবার বুলেট, সাউন্ড গ্রেনেড, টিয়ারশেল নিক্ষেপ করে।

এছাড়া আন্দোলনকারীরা বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল, বঙ্গবন্দু ও শেখ হাসিনার ছবি সম্বলিত আওয়ামী লীগ নেতাদের পোস্টার, ব্যানার, ছাত্রলীগের অফিস ও ঝিনাইদহ ডাকঘরের গ্লাসসহ বিভিন্ন স্থপনা ভাংচুরের মধ্য দিয়ে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অসহযোগ কর্মসুচির প্রথম দিন অতিবাহিত হয়। এ সময় পুলিশের ছোড়া রাবার বুলেট ও টিয়ারশেলে শিক্ষার্থী-সাংবাদিকসহ ২৫ জন আহত হন। ভাংচুর করা হয় দুইটি পুলিশ বক্সও। আহতদের মধ্যে ২০ জনকে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ও কয়েক জনকে ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়। আহতরা হলেন, জান্নাতুল ফেরদৌস, সাবিক, সবুজ, আপন, মহিবুল্লাহ, আল-কাবির, মৃদুল, পারভেজ, সিফাত, পিকুল, ফয়সাল সোয়াদ, সজল রাব্বি, সাব্বির, রাজু, হাসিব, মেহেদী, আসিফ, নয়ন, আবিদ, সাগর ও শাওন। ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের জরুরী বিভাগের চিকিৎসক ডাঃ নুসরাত জাহান জানান, আহত শিক্ষার্থীদের বয়স ১৬ থেকে ২১ বছরের মধ্যে। এদের মধ্যে ১৩ জনের গায়ে রাবার বুলেট বিদ্ধ হয়েছে। বাকীরা কাঁদানে গ্যাসে আহত হয়েছেন।

এদিকে বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল ভাংচুরের ছবি তুলতে গিয়ে সময়ের আলোর সাংবাদিক কাজী আলী আহম্মেদ লিকু, সাংবাদিক মিরাজ, সুজন, ও হাসান বিক্ষোভকারীদের হাতে আহত হন।

এ সময় চুয়াডাঙ্গা বাসষ্ট্যান্ডে অবস্থিত ‘ঝিনেদা টিভি’ নামে একটি অনলাইন ভিত্তিক মিডিয়া অফিসের গাড়ি ভাংচুর করা হয়। দুপুর ১২টা

থেকে বিকাল সাড়ে ৩টা পর্যন্ত ঝিনাইদহ শহরের বিভিন্ন এলাকা বিক্ষোভকারীদের দখলে ছিল। জেলা সদরের সব পুলিশ এ সময় সদর থানার মধ্যে অবস্থান গ্রহন করে।

আজ রোববার সকাল থেকেই ঝিনাইদহ শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপুর্ন পয়েন্ট দখল করে নেয় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কর্মীরা। বেল ১১টা থেকে জেলা বিভিন্ন স্থান থেকে ছাত্ররা ঝিনাইদহ শহরে সমবেত হতে থাকেন। এরপর ঝিনাইদহ পাবলিক হেলথ জামে মসজিদ, আরাপপুর ও কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল থেকে এক যোগে ছাত্র জনতার বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। মিছিল ও শ্লোগানে শ্লোগানে উত্তাল হয়ে ওঠে ঝিনাইদহ শহর। প্রথম থেকেই ঝিনাইদহ জেলা পুলিশ সতর্ক অবস্থানে ছিল। দুপুরের দিকে মিছিলটি পায়রা চত্বর থেকে থানার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বিক্ষোভকারীরা জানতে পারে তাদের দুই শিক্ষার্থীকে পুলিশ আটক করেছে। তাদের ছাড়াতে ছাত্র জনতা জোটবদ্ধ হয়ে থানায় প্রবেশের চেষ্টা করলে পুলিশ তাদের ছত্রভঙ্গ করতে রাবার বুলেট, সাউন্ড গ্রেনেড ও টিয়ারশেল নিক্ষেপ করে।

এ সময় বিক্ষোভকারীরাও থানার মধ্যে অবস্থান নেয়া পুলিশকে লক্ষ্য করে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে। ঘন্টাব্যাপী চলার পর আবারো জোটবদ্ধ হয়ে তারা পায়রাচত্বর ও পোষ্ট অফিস মোড়ে অবস্থান নিয়ে আওয়ামীলীগ নেতাদের ব্যানার, ফেষ্টুন, দুইটি পুলিশ বক্স, প্রেরণা একাত্তরে নির্মিত বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল ভাংচুর করে আগুন ধরিয়ে দেয়। এক পর্যায়ে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়কারী শারমিন সুলতানা, রায়হান ও হুসাইন কর্মসুচি শেষ করার ঘোষনা দেয়।

এ সময় বিক্ষোভকারীরা বাড়ি ফেরার পথে পানি উন্নয়ন বোর্ড, দুর্নীতি দমন কমিশন, শহরের মডার্ন মোড়ে নির্মিত আ’লীগের সভামঞ্চ ও বিদ্যুত উন্নয়ন অফিসের সামনে বঙ্গবন্ধু ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছবি ভাংচুর করতে দেখা যায়। এসময় আওয়ামীলীগ ও তার অঙ্গসংগঠনের কোন নেতাকর্মীকে মাঠে দেখা যায়নি। তবে তারা বিকাল ৪টার পর মাঠে নামেন এবং একটি শান্তি মিছিল করেণ।

বৈষম্য বিরোধী ছাত্রদের ব্যানারে কোটচাঁদপুরে গণমিছিল

১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে বৈষম্য বিরোধী ছাত্রদের ব্যানারে কোটচাঁদপুরে অসহযোগ আন্দোলনের সমর্থনে শান্তিপূর্ন গণমিছিলের কর্মসূচী পালিত করেছেন। আজ রবিবার বিকাল ৩ টার দিকে স্থানীয় মেইনবাসস্ট্যান্ড থেকে মিছিলটি বের হয়।

সংশ্লিষ্ট সুত্রে জানা যায়,পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী রবিবার বিকেল ৩ টার সময় বৈষম্য বিরোধী ছাত্রদের ব্যানারে অসহযোগ আন্দোলনের সমর্থনে গণমিছিল বের হয়। মিছিলটি মেইনবাসস্ট্যান্ড থেকে বের হয়ে বলুহর স্ট্যান্ডে যায়। এরপর কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সামনে দিয়ে বাজার ঘুরে আবার মেইন বাসস্ট্যান্ডে গিয়ে শেষ হয়।

এ মিছিলের সঙ্গে একত্রতা প্রকাশ করেন বিএনপি ও বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নেতৃবৃন্দরাও। এ ছাড়া মিছিলে নারীদের অংশ গ্রহনও ছিল চোখে পড়ার মত। মিছিলটিতে ১০ হাজারের উপর নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন বলে একাধিক সুত্রে জানা গেছে।

তবে মিছিলের আগে পরে পুলিশের কোন উপস্থিতি দেখা যায়নি।